18

প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ ও তার প্রতিকার (Redressal of Public Grievances)

প্রশাসন দায়িত্বের সঙ্গে সরকার পরিচালনার কাজ চালাবে এটা দেশবাসী আশা করে। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ জনস্বার্থ রক্ষার জন্যই জনপ্রশাসন পরিচালিত হবে। সরকার তার কৃতকর্মের জন্য নাগরিকদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। কাজেই কর্তব্যচ্যুতি ঘটলে সেজন্য নাগরিকদের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সর্বস্তরের কর্মী অর্থাৎ মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ সকলেই তাঁদের কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল থাকবেন। সরকারী কর্মীদের দায়িত্ব হীনতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ফেলিক্স নিগ্রো অনৈতিক আচরন, অসাধুতা, আইন অমান্য করা, অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, সমাজ সচেতনতার অভাব, নিজেদের দোষত্রুটি লুকানোর চেষ্টা ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।

দুর্নীতির পদ্ধতি (Modes of Corruption) ঃ দুর্নীতির অসংখ্য পদ্ধতি আছে। দুর্নীতি বলতে শুধুমাত্র টাকার অবৈধ লেনদেন বা মন্ত্রী ও আমলাদের ব্যক্তিগত লাভ বোঝায় না। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কোন মন্ত্রী বা অফিসার বা তার কোন আত্মীয় বন্ধুকে টাকা দেওয়া যেতে পারে। কখনও কখনও মন্ত্রী তার দলের জন্য টাকা চাইতে পারে। এই ভাবে অর্থলাভ করে মন্ত্রী অর্থপ্রদানকারী ব্যক্তি বা সংস্থায় কিছু কাজ করে দিতে পারে, যেমন দ্রুত ফাইল স্থানান্তরের নির্দেশ দিতে পারে, লাইসেন্স প্রদান করতে পারে অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে।

ক্ষমতার অপব্যবহার হল দুর্নীতির একটা পদ্ধতি। মন্ত্রী অথবা আমলা তার পদের সুবাদে তার ছেলে বা আত্মীয়দের সরকারী চাকুরীতে বা বেসরকারী সংস্থা যাদের সঙ্গে সরকারের লেনদেন সম্পর্ক আছে সেখানে চাকুরীতে নিয়োগের সুবিধা করে দিতে পারে।

বহুক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের মোটা মাহিনা দিয়ে বেসরকারী সংস্থায় নিয়োগ করা হয় তাদের প্রশাসনিক যোগ্যতার জন্য নয়—প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধার জন্য।

বহুশিল্পীসংস্থা সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে বা পার্বত্য এলাকায় গেষ্ট হাউস তৈরী করে যেখানে বহুমন্ত্রী বা আমলা অবসর বিনোদনের জন্য যায়। আতিথেয়তার বিনিময়ে সরকারী আমলা বা মন্ত্রীদের সঙ্গে এক ধরনের সখ্যতা গড়ে ওঠে। আপাত দৃষ্টিতে নির্দোষ বলে মনে হলেও এটা সততার পরিপন্থী। বন্ধুত্ব গভীর হলে মন্ত্রী বা অফিসার বন্ধুত্বের নিদর্শন

হিসাবে তাদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করে আর এর দরুন মন্ত্রীরা সরকারী কর্মচারীদের সততা নষ্ট হয় কারণ উপকারীর কাছে নানা ভাবে তাদের দায়বদ্ধ থাকতে হয়।

ত্বরান্বিত করণের জন্য অর্থপ্রদান (speed money) একটা সাধারণ দুর্নীতির দৃষ্টান্ত। পারমিট বা লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী উৎকোচ না পেলে কিছুই করতে চায় না।

এটা সবারই জানা যে সরকারী ক্রয় বিক্রয় বা নির্মাণের ক্ষেত্রে চুক্তি করার সময় ঠিকাদারকে একটা বিশেষ শতাংশ দিতে হয়। PWD-র কাজে এর হার হল 7 শতাংশ থেকে 10 শতাংশ। রেলের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়াও ওয়াগন বণ্টন ও পার্শেল বুকিং এর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। এমন কি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যোগানদারদের কাছ থেকে উৎকোচ (cut money) নিয়ে থাকে।

বহু বিভাগে, বিশেষ করে পুলিশ বিভাগে সুবিধাজনক স্থানে পোষ্টিং পাবার জন্য ঘুষ দিতে হয়।

ব্যক্তিগত ফাইল বা গোপনীয় রিপোর্ট (Confidential reports) ঃ এটি সরকারী বিভাগের দুর্নীতির আর একটি উৎস। অধস্তন কর্মীর মাথার ওপর এটা ডিমোক্লিসের খড়্গের মত ঝুলছে। যখন অফিসারেরা 'টুরে' যান তখন তারা আশা করেন যে অধস্তন কর্মীরা তাদের আরামে থাকার ব্যবস্থা করবে। এর অর্থ হল অধস্তন কর্মীদের যথেষ্ট ব্যয় করতে হবে। আর এজন্য তাদের অতিরিক্ত টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এই জন্য দুর্নীতির উদ্ভব হয়। যদি কোন সৎ অধস্তন কর্মী তার "বসকে" সন্তুষ্ট করতে না পারে তাহলে 'বস' তার ব্যক্তিগত ফাইলে বিরূপ মন্তব্য লিখতে পারে।

সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (Central Vigilance Commission) নিম্নলিখিত 27 ধরনের দুর্নীতির নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

এছাড়া যেসব দুর্নীতিমূলক কাজ আমরা সর্বদাই দেখি সেগুলি হল ঃ

1. কাজে গাফিলতি বা কর্তব্য কর্মে অবহেলা ;
2. নিয়মলঙ্ঘন করে কাজ করা ;
3. উৎকোচগ্রহণ করা ;
4. উৎকোচ গ্রহণ করে অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া
5. উৎকোচ গ্রহণ করে কোন ব্যক্তিকে অতিরিক্ত সুবিধা পাইয়ে দেওয়া ;
6. সরকারী তহবিল তছরূপ করা,
7. এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যবহার করা।

সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (Central Vigilance Commission) 27 ধরনের দুর্নীতির উল্লেখ করেছেন, যেমন—

(i) নিম্নমানের কাজ গ্রহণ করা ;

(ii) সরকারী টাকার অপব্যবহার করা ;

(iii) সরকারী লেনদেনের ব্যাপারে ঠিকাদারদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া ;
(iv) বিশেষ ঠিকাদার বা ফার্মের প্রতিপক্ষপাতিত্ব দেখানো ;
(v) মিথ্যা বাড়ীভাড়া বা T. A বিল দাখিল করা ;
(vi) আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি রাখা ;
(vii) পূর্বসম্মতি না নিয়ে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা ;
(viii) কর্মে অবহেলার দরুন সরকারের ক্ষতি ;
(ix) সরকারী পদের অপব্যবহার ;
(x) নিয়োগ, পোষ্টিং, স্থানান্তকরণ বা পদোন্নতির জন্য উৎকোচ গ্রহণ ;
(xi) অধস্তন কর্মীদের দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করানো ;
(xii) জন্ম তারিখ সম্পর্কে অথবা জাতিগত পরিচয়ের জন্য মিথ্যা সার্টিফিকেট দাখিল করা ;
(xiii) রেলে আসনসংরক্ষণের জন্য ঘুষ নেওয়া ;
(xiv) মানি অর্ডার না দেওয়া বা দেরী করে দেওয়া ;
(xv) টেলিফোন প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম ;
(xvi) উপহার গ্রহণ ;
xvii) চারিত্রিকহীনতা (moral turpiture) ইত্যাদি।

জনজীবনে সততার প্রয়োজন (Need for Integrity in Public Service) : স্বাধীনতার পর থেকেই প্রশাসনিক কাজে সততার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। 1947 সালে দুর্নীতি নিরোধক আইন (Prevention of Corruption Act) এবং বক্সী টেকচাঁদ কমিটি এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ। বিশেষ পুলিশ বাহিনী (Special Police Force) গঠন অপর একটি পদক্ষেপ 1962 সালে শান্তানাম কমিটি ওমবাড্‌সম্যান বা Minister of Public Grievances গঠনের সুপারিশ করেন। 1968 সালে লোকপাল ও লোকযুক্ত বিল পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ সরকারী কর্মচারীদের দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সংবিধানে সরকারী কর্মচারীদের দায়বদ্ধতার কথা বিবেচনা করেছে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, আলোচনা এবং বিতর্কের মাধ্যমে পার্লামেন্ট শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে সরকারকে পদচ্যুত করা যায়। মন্ত্রীদের দায়িত্বের নীতি (Doctrine of Ministrial Responsibility) হল শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণের আর একটি হাতিয়ার।

সংবিধানের 32 ধারায় নাগরিকদের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেক মন্ত্রনালয়ের একটি করে অভিযোগ শেল (Grievance cell) এবং অধিকাংশ রাজ্যে লোকযুক্ত নিয়োগ করে সরকারী কর্মীদের জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

একনায়কতন্ত্রী শাসনে প্রশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করা যায় না। আর অভিযোগ জানানোর কোন ব্যবস্থাও থাকে না। কিন্তু প্রশাসন গণতান্ত্রিক হলেই সেখানে মন্ত্রীর বা আমলাদের

দুর্নীতি বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর নানাধরনের ব্যবস্থা থাকে। প্রশাসন বলতে বোঝায় রাজনৈতিক আমলা এবং রাষ্ট্রকৃত্যকগণ। প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগের কোন প্রতিকার না হলে সেগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে পরিণামে গণবিদ্রোহ সৃষ্টি করতে পারে। সোভিয়েৎ একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থায় স্বাভাবিক জনমত প্রকাশের কোন ব্যবস্থা না থাকায় বোঝা যায়নি যে সেই শাসন ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের অভিযোগের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে তা দেখা যাক।

প্রথমতঃ বিরোধীদলের অস্তিত্ব প্রশাসনকে সুপরিচালিত করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ হাতিয়ার। বিরোধীদল না থাকলে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বিরোধীদল পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে সরকার ও প্রশাসনের দোষত্রুটি জনসমক্ষে তুলে ধরে ও তার প্রতিকার দাবী করে। সরকারের অপদার্থতার বিরুদ্ধে বিরোধী দলের মতামত দেখে জনমত সৃষ্টি করে যার দরুন সরকারকে তার দোষত্রুটি দূর করতে সচেষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ চাপগোষ্ঠী সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করেও সরকারী নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করে। শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ এবং উপভোক্তা সংস্থা এর অন্তর্ভুক্ত। সরকার কোন শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইন পাশ করলে শ্রমিক সংঘগুলি তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিযোগিতা ব্যক্ত করে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

তৃতীয়তঃ সংবাদ মাধ্যম প্রশাসনের দোষত্রুটি জনমসমক্ষে তুলে ধরে। জনমত গঠন এবং প্রশাসনকে ত্রুটিমুক্ত করতে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্রের মতামত জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

চতুর্থতঃ আমলাদের জন্য Code of Conduct বা আইনবিধি প্রণয়ন করা হয়। আমলারা যাতে কোন দুর্নীতিপূর্ণ কাজ না করে সেই জন্যেই আচরণবিধি প্রণীত হয়।

পঞ্চমতঃ দেশে সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন (Central Vigilance Commission) গঠন করা হয়েছে। যার কাজ হল কোন মন্ত্রী বা অফিসার যদি অন্যায় আচরণ করেছে বা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কোন কাজ করছে বলে সন্দেহ হয় তাহলে তার অনুসন্ধান করবে। কমিশন সি. বি. আই-কে (Central Bureau of Investigation) দিয়ে কোন অনুসন্ধানের কাজ করতে পারে।

কমিশন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে তার বার্ষিক রিপোর্ট পাঠিয়ে থাকে আর ওই মন্ত্রক সেই রিপোর্ট পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে দাখিল করে। কমিশন কোন আইনগত সংস্থা নয়, এর কাজ পরামর্শদানমূলক। কমিশন ব্যক্তির কাছ থেকে আমলা বা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করে। এছাড়া প্রেস রিপোর্ট পার্লামেন্টের সদস্য প্রদত্ত সংবাদ ইত্যাদি থেকে কমিশন সংবাদ সংগ্রহ করে।

দুর্নীতি রোধের ব্যাপারে সান্তানাম কমিটি প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে ভিজিলেন্স কমিশনকে অধিকতর সক্রিয় করার জন্য সুপারিশ করেছেন।

1914 সালে বিশেষ পুলিশবাহিনী (Special Police Force) গঠন করা হয়। প্রথমে

কেন্দ্রীয় সরকারের যুদ্ধ ও যোগানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ঘুস ও দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই বাহিনীকে। পরে বিশেষ পুলিশবাহিনীর কার্যাবলীর মধ্যে রেলবিভাগের দুর্নীতি অন্তর্ভুক্ত হয় কারণ যুদ্ধসামগ্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলপথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 1946 সালে দিল্লী স্পেশাল পুলিশ বিভাগ (Delhi Special Police Establishment) আইনপাশ হয় আর তারপর থেকে এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে কাজ করছে। 1963 সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে CBI গঠিত হয় আর এটা বিশেষ পুলিশ সংস্থার অধীনে একটি বিভাগ হিসাবে কাজ করছে।

1977 সালে জনতা সরকার লোকপাল গঠনের সুপারিশ করে। উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক পর্যায় থেকে দুর্নীতির উচ্ছেদ 1966 সালে প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি (Administrative Reforms Committee) ভারতে ওমবাডসম্যান ধরনের সংস্থা গঠনের সুপারিশ করে। এই বিলের দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল—(ক) প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সব ব্যক্তিই এই লোকপালের অধীন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ জরুরী অবস্থায় ক্ষমতার যে সব অপপ্রয়োগ হয়েছে তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী সুতরাং তাকে এর এক্তিয়ারের বাইরে রাখার কোন যুক্তি নেই। (খ) অনুসন্ধানের জন্য লোকপালের নিজস্ব প্রশাসনিক যন্ত্র থাকা প্রয়োজন।

প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যক্তির অসদাচরণের অভিযোগ উঠলে লোকপাল তা গ্রহণ করবেন (any complaint of misconduct against a person who is or has been a public man as defined in the legislation)। প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য কেন্দ্রীয়মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, পার্লামেন্টের সদস্য বা রাজ্যের কোন মন্ত্রী লোকপালের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের প্রধান বিচারপতি লোকসভার চেয়ারম্যান এবং রাজ্যসভার স্পিকারের সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি লোকপাল নিয়োগ করেন। লোকপাল পাঁচবছরের জন্য স্বীয়পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। লোকপাল যাতে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেন সেজন্য তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 1966 সালে প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে রাজ্য ভিজিলেন্স কমিশন আছে। এছাড়া কেন্দ্রের মত প্রত্যেক রাজ্যে বিশেষ পুলিশ বাহিনী আছে।

অভিযোগ গুরুতর হলে সচেতন নাগরিক তার বিরুদ্ধে জনস্বার্থে মামলা রজু (Public interest litigation) করতে পারেন। অধুনা মানবাধিকার ভঙ্গ হলে মানবাধিকার কমিশন (Human Rights Commission) সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করতে পারে।

এতসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও দুর্নীতি জনপ্রশাসনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এর কারণ হল এর উচ্ছেদের জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছার বিশেষ অভাব।